শত্রুকে প্রেম কর

(Love your Enemies)

লূক ৬ অধ্যায় ২৭-৩৬ পদ

আমরা লূকের সুসমাচার অনুসরণ করে যীশুর সমতলে দত্ত উপদেশ থেকে শিখছি, যা লূক ৬:২০-৪৯ পদে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যে সমস্ত ব্যক্তি ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করেছে, তাদের জীবনে ৪টি আশীর্বাদের কথা বলে যীশু এই উপদেশ শুরু করেছেন। অবশ্য, জগতের মানুষের চিন্তার আশীর্বাদ থেকে এই আশীর্বাদ সম্পূর্ণ পৃথক। বর্তমান জীবনে যখন তারা দীনহীনতা, ক্ষুধা, কান্না ও মনুষ্যপুত্রের জন্য তাড়না ভোগ করে, তখন তারা যেন সেই সমস্ত বিষয়কে তাদের জীবনে আশীর্বাদ জ্ঞান করে। অন্যদিকে, যারা ঈশ্বরের রাজ্যে এখনও প্রবেশ করেনি, যীশু তাদের প্রতি ধিক্কার ঘোষণা করেছেন। বর্তমান জীবনে যখন তারা ধন-ঐশ্বর্য, পরিতৃপ্তি, হাসি, ও সমস্ত লোকের কাছে সুখ্যাতি লাভ করে, তখন যেন তারা সতর্ক হয়, কারণ এগুলি প্রকৃতপক্ষে তাদের জীবনে অভিশাপ।

এইভাবে, আশীর্বাদ ও ধিক্কারের কথা বলার পর, ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজারা কী ধরণের জীবন যাপন করবে, তা যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে বর্ণনা করেছেন। লূক ৬:২৭-৩৬ পদে, যীশু তাঁর শিষ্যদের আদেশ করেছেন, তারা যেন তাদের শত্রুদের প্রেম করে। সবথেকে কঠিন আজ্ঞা দিয়েই যীশু শুরু করেছেন। আজ আমরা যীশুর এই আজ্ঞা, তথা শত্রুকে প্রেম করার অর্থ উপলব্ধি করতে চেষ্টা করব।

আমাদের সকলের জন্যই একটি কথা প্রযোজ্য, আর সেটি হল, আমরা কিছু ব্যক্তিকে সহজেই ভালোবাসি, কিন্তু অন্য কিছু ব্যক্তিকে ভালোবাসা আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন। আবার আমাদের জীবনে কিছু মানুষ আছে, যাদের আমরা পছন্দই করি না। আমরা যীশুকে বিশ্বাস করেও, আমাদের মতো পাপী ও শত্রুদের তিনি কীভাবে ভালোবেসেছেন, তা জেনেও, কিন্তু তাঁকে অনুসরণ করে আমরা আমাদের শত্রুদের প্রেম করতে পারি না। এখন, শত্রুকে প্রেম করার বিষয়টিকে আমরা আমাদের ক্ষমতার বাইরের কাজ বলে মনে করলেও, যীশু কিন্তু তাঁর শিষ্যদের এই আদেশ করেছেন। এখন, আপনি ও আমি যদি খ্রীস্টবিশ্বাসী হয়ে থাকি, যীশুর শিষ্য হয়ে থাকি, তাহলে যীশুর এই আদেশ আজ আপনার ও আমার প্রতি। আর আপনি যদি খ্রীস্টবিশ্বাসী না হয়ে থাকেন, তাহলেও আপনার জন্য এটি সুসংবাদ। কারণ, আজ আপনি শিখবেন, কীভাবে শত্রুকে প্রেম করতে হয়।

ক। শত্রুকে প্রেম করার আদেশ (৬:২৭ক): আমরা যখন যীশুর এই আদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করি, তখন সবার আগে এর প্রেক্ষাপটকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আর তা হল, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ১২ জনকে প্রেরিত হিসাবে মনোনীত করার পর যীশু পাহাড় থেকে নেমে এসেছেন এবং কোনও একটি সমতল ভূমিতে তিনি তাঁর এই সদ্য-মনোনীত প্রেরিতদের, অন্য শিষ্যদের এবং বিভিন্ন স্থান থেকে আগত তাঁর অনুরাগীদের প্রতি এই উপদেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ, যীশুর এই উপদেশ প্রাথমিকভাবে তাঁর শিষ্য, তথা তাঁর অনুসরণকারীদের প্রতি উক্ত হয়েছিল।

যীশু তাঁর শিষ্যদের তাঁকে অনুসরণ করতে বলেছেন, তাই তারা তাদের জীবনে দীনহীনতা, ক্ষুধা, কান্না ও তাড়নার মুখোমুখি হবে। ২২ পদে যীশু তাদের বলেছেন, ***"ধন্য, তোমরা যখন লোকে মনুষ্যপুত্রের নিমিত্ত তোমাদের দ্বেষ করে, আর যখন তোমাদের পৃথক করে দেয়, ও নিন্দা করে, এবং তোমাদের নাম মন্দ বলে দূর করে দেয়।"*** নিজের শিষ্যদের উদ্দেশে এমন কথা বলার পর তিনি ২৭ পদে তাঁর সেই শিষ্যদের বলেছেন, ***"কিন্তু তোমরা যারা আমার কথা শুনছ, আমি তোমাদের বলছি, তোমরা নিজের নিজের শত্রুদের প্রেম করবে।"*** যীশুর এই কথা শুনে তাঁর শিষ্যরা কতখানি অবাক হয়েছিল, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। তারা মনে মনে ভেবেছিল, আমরা কীভাবে আমাদের শত্রুদের প্রেম করতে পারি?

এখানে শত্রুকে প্রেম করার জন্য গ্রিক ভাষায় যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেটির অর্থ উপলব্ধি খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাংলায় বা ইংরাজিতে প্রেমের জন্য যদিও কেবল একটিই শব্দ বর্তমান; কিন্তু গ্রিক ভাষায় প্রেমের জন্য আমরা একাধিক শব্দকে দেখতে পাই। যীশু যখন শত্রুকে প্রেম করার কথা বলেছেন, তখন তিনি **স্টোর্গে** *(storge)* অর্থাৎ পরিবারের সদস্যদের প্রতি বা পরিচিত ব্যক্তির প্রতি যে ভ্রাতৃত্বসুলভ প্রেম বর্তমান, তাকে নির্দেশ করেননি। আবার তিনি **ফিলিয়া** *(phiia)* অর্থাৎ বন্ধুত্বসুলভ প্রেমের কথাও বলেননি; কিংবা **এরস** *(eros)* অর্থাৎ প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে রোমান্টিক প্রেমকেও নির্দেশ করেননি। পরিবর্তে, যীশু এখানে **আগাপে**

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

(agape) অর্থাৎ স্বর্গীয় প্রেমের কথা বলেছেন। প্রথম তিন ধরণের প্রেম, যা প্রতিটি মানুষের মধ্যে দেখা যায়, তাদের জন্য দুটি শর্ত কাজ করে: (১) আমরা তাদের ভালোবাসি, যারা ভালো বা যারা আমাদের ভালোবাসা পাবার যোগ্য, এবং (২) তাদেরকে আমরা ভালোবাসি, কারণ তার প্রতিদানে আমরাও তাদের ভালোবাসা আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু আগাপে প্রেম বা ঐশ্বরিক প্রেম সম্পূর্ণ পৃথক। এর অর্থ, ভালোবাসা পাবার অযোগ্য, এমন ব্যক্তিকে প্রেম করা; এর প্রতিদানে কিছু পাবারও আশা করা হয় না; পরিবর্তে, নিজে ভালোবাসাপূর্ণ ব্যক্তি হবার ইচ্ছায় একজন অন্যকে প্রেম করে। অর্থাৎ, আগাপে প্রেম স্বাভাবিক স্নেহ, বা বন্ধুত্ব বা রোমান্সের কারণে আমাদের প্রতিক্রিয়া নয়। পরিবর্তে, এ হল, অন্যকে ভালোবাসার ইচ্ছাকৃত সুচিন্তিত পছন্দ, যা কেবল ঈশ্বরের ক্ষমতায়ই করা সম্ভব, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত এমন প্রেম অসম্ভব। সহজ কথায়, যে আগাপে প্রেমে অন্যকে প্রেম করে, সে এমন কথা বলে, *"আমি এই ব্যক্তিকে ভালোবাসব, কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি এই ব্যক্তিকে ভালোবাসতে মনস্থ করেছি।"*

এই আগাপে প্রেমে শত্রুকে প্রেম করতে যীশু আমাদের বলেছেন। কোন্ শত্রুকে প্রেম করতে যীশু আমাদের এখানে আদেশ করেছেন? শত্রুর জন্য এখানে যে গ্রিক শব্দ *(echthros)* ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ, যাদের প্রতি আমাদের মনের মধ্যে বিদ্বেষ বা ঘৃণা উৎপন্ন হয়। আর তাই সেই ব্যক্তি আপনার কর্মক্ষেত্রে আপনার উচ্চপদস্থ হতে পারেন, আপনার উপর অত্যাচার করে চলেছে এমন আপনার পারিবারের কোনও সদস্য হতে পারে, আপনার প্রতিবেশি হতে পারে, কিংবা কোনও রাজনৈতিক নেতাও হতে পারে। এখন আপনার ও আমার জীবনে এমন ব্যক্তি কি কেউ আছেন, যদি থেকে থাকেন, তাহলে যীশু আমাদের বলছেন, আমরা যেন তাদের আগাপে প্রেমে ভালোবাসি। আমাদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে যখন আমরা তাদের ভালোবাসতে পারি না, তখন ঈশ্বরের শক্তিতে ও অনুগ্রহে আমরা যেন তাদের ভালোবাসতে মনস্থ করি ও ভালোবাসি।

খ। শত্রুকে প্রেম করার পন্থা (৬:২৭খ-২৮): যীশু এখানে শত্রুকে প্রেম করার ৩টি পন্থার কথা উল্লেখ করেছেন।

(১) আমাদের <u>কাজের দ্বারা</u> আমাদের শত্রদের প্রেম করতে হবে। ২৭খ পদে বলা হয়েছে, *"যারা তোমাদের দ্বেষ করে, তোমরা তাদের মঙ্গল কোরো।"* আপনাকে ঘৃণা করে, এমন একজনকে চিন্তা করুন। এমন কোনও কাজের কথা চিন্তা করুন, যার দ্বারা আপনি তার মঙ্গল করতে পারেন। এরপর, বাস্তবে সেই কাজটি তার প্রতি করুন। এখন বাস্তব হল, যারা আমাদের ঘৃণা করে, আমরা সর্বদা তাদের এড়িয়ে চলতে চাই; আমরা তাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে চাই। কিন্তু যীশু আমাদের বলেছেন, আমরা যেন তাদের মঙ্গল করি।

(২) আমাদের <u>কথার দ্বারা</u> আমাদের শত্রুদের প্রেম করতে হবে। ২৮ক পদে যীশু বলেছেন, *"যারা তোমাদের শাপ দেয়, তাদের আশীর্বাদ কোরো।"* এর অর্থ, আমাদের প্রতি তাদের আচরণ দেখে, আমরাও যখন তাদের শাপ দিতে প্রলুব্ধ হই, যীশু তখন তার বিপরীতে, তাদের প্রতি আন্তরিক আশীর্বাদ প্রদর্শন করতে বলেছেন।

(৩) আমাদের <u>প্রার্থনার দ্বারা</u> আমাদের শত্রুদের প্রেম করতে হবে। ২৮খ পদে যীশু বলেছেন, *"যারা তোমাদের নিন্দা করে, তোমরা তাদের জন্য প্রার্থনা কোরো।"* এখানে নিন্দা করার জন্য যে গ্রিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে *(abuse)*, তার অর্থ, আপনার প্রতি কোনও অন্যায় ব্যবহার করা হয়েছে, কিংবা আপনার বিরুদ্ধে কটু কথা বলা হয়েছে, কিংবা আপনার প্রতি আক্রোশবশে কোনও কাজ করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, আপনি গভীরভাবে মর্মাহত হয়ে তাদের থেকে দূরে থাকতে ইচ্ছা করবেন, কিন্তু যীশু আপনাকে তাদের জন্য প্রার্থনা করতে বলছেন। এই প্রার্থনা অবশ্যই সহজ নয়, কিন্তু আমরা তাদের জন্য এই বলে প্রার্থনা করতে পারি, যেন তারা ঈশ্বরের পবিত্রতা এবং নিজেদের পাপময়তা উপলব্ধি করে এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভে আকাঙ্ক্ষী হয়। আর এইভাবে প্রার্থনার দ্বারাই আমরা তাদের ভালোবাসব।

গ। শত্রুকে প্রেম করার কয়েকটি উদাহরণ (২৯-৩০): যীশু নির্দিষ্ট কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন, যার দ্বারা তিনি আমাদের শত্রুদের প্রেম করতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন।

(১) <u>অপমান সহ্য করে</u> আমরা আমাদের শত্রুদের প্রেম করে থাকি। ২৯ক পদে যীশু বলেছেন, *"যে তোমার এক গালে চড় মারে, তার দিকে অন্য গালও পেতে দাও।"* এই কথার দ্বারা যীশু শারিরিক নির্যাতন নয় কিন্তু অপমানকেই নির্দেশ করেছেন। কারণ, মথি ৫:৩৯খ পদে যীশু বলেছেন, *"যে কেউ তোমার ডান গালে চড় মারে, অন্য গাল তার দিকে ফিরিয়ে*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

দাও।'' প্রাচীনকালে মধ্য প্রাচ্যে যদি কেউ কাউকে অপমান করতে চাইত, তাহলে সে তার হাতের উল্টো দিক দিয়ে অন্য ব্যক্তির বিপরীত গালে চড় মারত। তাই, একজন ডান-হাতি যখন কোনও ব্যক্তিকে অপমানিত করতে চাইত, তখন সে তার ডান হাতের উল্টো দিক দিয়ে অন্য ব্যক্তির ডান গালে চড় মারত। তাই যীশু এখানে, ডান গালে চড় মারার কথা উল্লেখ করে, কাউকে অপমান করার কথাই বলেছেন। আপনি বিশ্বাসী হওয়ার কারণে আপনি আপনার অবিশ্বাসী পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা সহকর্মীর দ্বারা অপমানিত হতে পারেন। যীশু আমাদের অন্য গালও ফিরিয়ে দিতে বলেছেন, অর্থাৎ সেই অপমান সহ্য করতে বলেছেন।

(২) <u>ক্ষতি স্বীকার করে</u> আমরা আমাদের শত্রুদের প্রেম করে থাকি। ২৯খ পদে যীশু বলেছেন, *''যে তোমার চোগা নেয়, তাকে তোমার আঙ্‌রাখাটিও নিতে বারণ কোরো না।''* যীশু তাঁর শিষ্যদের বলছেন, তারা যেন নিজেদের ক্ষতিস্বীকার করতে ইতঃস্তত না করে। কারণ আমরা অন্যদের প্রয়োজন বিষয়ে বেশি চিন্তিত। তাই, যীশু এখানে বলতে চেয়েছেন, যখন কোনও ব্যক্তির একটা প্যান্ট খুব প্রয়োজন হয়, সে তা পেতে মরীয়া হয়ে ওঠে, তখন তাকে কেবল সেই প্যান্ট নয়, সঙ্গে একটা জামাও যেন দিই। এর জন্য ক্ষতিস্বীকার করতে আমরা যেন দ্বিধা না করি।

(৩) <u>উদারভাবে দান করে</u> আমরা আমাদের শত্রুদের প্রেম করে থাকি। ৩০ক পদে যীশু বলেছেন, *''যে কেউ তোমার কাছে যাচনা করে, তাকে দিও।''* যীশু এখানে পথে পথে ভিক্ষাকারীদের ভিক্ষা দেবার কথা বলেননি; কিংবা আমাদের দান দিয়ে যারা মন্দ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে, এমন লোকদেরকেও নির্দেশ করেননি। কিন্তু যাদের সত্য সত্যই জাগতিক ধনের অভাব আছে, তাদের নির্দেশ করেছেন। আমরা যেন তাদের সাহায্য করতে আমাদের হাত খাটো না করি।

(৪) <u>পরিশোধ পাবার ইচ্ছা ত্যাগ করে</u> আমরা আমাদের শত্রুদের প্রেম করে থাকি। ৩০খ পদে যীশু বলেছেন, *''যে তোমার দ্রব্য তুলে নেয়, তার কাছে তা আর চেয়ো না।''* যীশু এখানে চুরি করার কথা নয়, কিন্তু ধার নেবার কথা বলেছেন। তারা ধার নেয়, কিন্তু পরিশোধ করে না। যীশু আমাদের বলছেন, আমরা যেন সেই ধার পরিশোধ না করার কারণে তাদের হেনস্থা না করি। যীশুর এই আদেশ পালনের একটি উদাহরণ হিসাবে আমি আপনাদের বলছি, যারা আমার কাছ থেকে কিছু ধার নিয়েছেন, তাদের আর তা শোধ করতে হবে না বা ফেরত দিতে হবে না। কিন্তু একথা কেবল তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা আমার শত্রু। কিন্তু আপনি যদি আমার বন্ধু হয়ে থাকেন, তাহলে কিন্তু আপনাকে তা ফেরত দিতে হবে। এই সমস্ত উদাহরণের দ্বারা যীশু আমাদের যে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, তা হল, আমরা যেন আমাদের ধন-সম্পত্তিকে এতখানি ভালো না বাসি, যার জন্য প্রকৃত অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করা থেকে দূরে থাকি (যখন তাকে সাহায্য করার মতো যথেষ্ট সংস্থান আমাদের আছে)।

ঘ। শত্রুকে প্রেম করার নীতি (৩১-৩৪): শত্রুকে প্রেম করার বিষয় যীশু দুটি নীতির কথা উল্লেখ করেছেন।

(১) স্বর্ণসন্ধি। ৩১ পদে যীশু বলেছেন, *''আর তোমরা যেরূপ ইচ্ছা কর যে, লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাদের প্রতি সেইরূপ কর।''* সাধারণত আমরা যে কথা বলে থাকি, তা হল, লোকে আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, আমাদের উচিৎ তাদের প্রতি সেই প্রকার ব্যবহার করা। কিন্তু যীশুর এই শিক্ষা সম্পূর্ণ বিপরীত এবং অন্যান্য শিক্ষকদের সমতুল্য শিক্ষা থেকেও পৃথক। অন্যান্য শিক্ষকরা যে শিক্ষা দিয়েছেন, তা হল, ''তোমরা অন্যদের কাছ থেকে যা আশা কর না, তা অন্যদের প্রতি কোরো না।'' অর্থাৎ, নেতিবাচক অর্থে তারা তা প্রকাশ করেছে। এর দ্বারা ভালোবাসার প্রকাশ নয়, কিন্তু এ হল আত্ম-রক্ষার হাতিয়ার। কিন্তু যীশু এখানে, ইতিবাচক অর্থে সকলের প্রতি এই ব্যবহার করতে বলেছেন, এমনকী শত্রুদের প্রতিও। আগাপে ভালোবাসার দ্বারাই এ কাজ সম্ভব। (১৯৮৯ সালে জার্মান দেওয়াল পতনের পর, পূর্ব জার্মানীর কমিউনিস্ট নেতা এরিক হনেকার ও তাঁর স্ত্রীর প্রতি পাষ্টার উয়ে হোলমারের ব্যবহার)।

(২) অনুরূপ কিন্তু বিপরীতমুখী নিয়ম। ৩২-৩৪ পদে যীশু বলেছেন, *''যারা তোমাদের প্রেম করে, তাদেরকেই প্রেম করলে, তোমরা কীরূপ সাধুবাদ পেতে পার? কারণ, পাপীরাও, যারা তাদের প্রেম করে, তাদের তারা প্রেম করে। যারা তোমাদের উপকার করে . . . যাদের কাছে পাবার আশা থাকে . . .।''* প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিশোধ বা প্রত্যুত্তর পাবার একটা ইচ্ছা লুকিয়ে আছে। প্রেম পাবার ইচ্ছায় প্রেম করা,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

উপকার পাবার ইচ্ছায় উপকার করা, সমপরিমাণে ফেরত পাবার ইচ্ছায় ধার দেওয়া। যে কেউ এমন কাজ করতে পারে, যেহেতু এর দ্বারা ব্যক্তি-স্বার্থই রক্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু যীশু আমাদের এখানে যে প্রেম প্রদর্শন করতে বলেছেন, তা সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা প্রতিদান পাবার ইচ্ছায় নয়, কিন্তু স্বেচ্ছায় এমনকী শত্রুদেরও প্রেম করে। এমন প্রেম করতে ঈশ্বরই তাদের শক্তি ও অনুগ্রহ যুগিয়ে থাকেন।

ঙ। শত্রুকে প্রেম করার পুরস্কার (৩৫-৩৬): আমরা আমাদের শত্রুদের ভালোবাসব, কারণ যীশু আমাদের জন্য পুরস্কারের কথা বলেছেন। শেষ দুই পদে, শত্রুদের প্রেমকারী তাঁর শিষ্যদের প্রতি যীশু দুটি পুরস্কারের কথা বলেছেন।

(১) তারা মহাপুরস্কারের অধিকারী। ৩৫ক পদে যীশু বলেছেন, *"তোমরা নিজেরে নিজের শত্রুদের প্রেম কোরো, তাদের ভলো কোরো, এবং কখনও নিরাশ না হয়ে ধার দিও; তা করলে তোমাদের মহাপুরস্কার হবে।"*

(২) ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে। ৩৫খ-৩৬ পদে যীশু বলেছেন, *"তোমরা পরাৎপরের সন্তান হবে, কারণ তিনি অকৃতজ্ঞদের ও দুষ্টদের প্রতিও কৃপাবান। তোমাদের পিতা যেমন দয়ালু, তোমরাও তেমনই দয়ালু হও।"* তাঁর শিষ্য হিসাবে আমরা যখন শত্রুদের পর্যন্ত প্রেম করি, তখন তা সেই সত্য প্রদর্শন করে যে, আমরা সত্যই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্তান।

যীশু যেহেতু এই আদেশ আমাদের দিয়েছেন, আমরা একবার যীশুর জীবনকে বিবেচনা করতে পারি। তিনি কী কেবল আমাদের শত্রুকে প্রেম করতে বলেছেন, কিন্তু নিজে তাদের প্রেম করেননি? যীশু নিজে যিহুদার দ্বারা, ফরীশীদের দ্বারা ঘৃণিত হয়েছেন; লোকেরা তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু দাবি করেছে। মিথ্যা সাক্ষীরা তাঁকে শাপ দিয়েছে, রোমীয় সৈন্যরা তাঁকে বিদ্রূপ করেছে, যাজক, রোমীয় সৈন্যরা তাঁকে অপমানিত করেছে। কিন্তু এই সমস্ত শত্রুদের প্রতি যীশুর প্রতিক্রিয়া কী ছিল? তিনি তাদের ভালোবেসেছিলেন, তাদের অনেকের (তথা আমাদের) পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছিলেন। যারা তাঁকে ঘৃণা করেছে, তিনি তাদের মঙ্গল করছিলেন, তাদের পাপ যে শাস্তি পেতে বাধ্য ছিল, তিনি তাদের পরিবর্তে তা গ্রহণ করেছিলেন। যারা তাঁকে শাপ দিয়েছিল, তিনি তাদের আশীর্বাদ করেছিলেন, একজন দস্যুকে পর্যন্ত পরিত্রাণ দিয়েছিলেন। যারা তাঁকে অপমানিত করছিল, তিনি তাদের জন্য প্রার্থনা করছিলেন, *"পিতা, এদের ক্ষমা কর, কারণ এরা কী করছে, তা জানে না"* (লূক ২৩:৩৪)। এর দ্বারা তিনি আমাদের কাছে সেই আদর্শ রেখে গেছেন, আমরাও কীভাবে আমাদের শত্রুদের প্রেম করব।

হ্যাঁ, আমরা যখন খ্রীস্টের ক্রুশের কাছে আসি, তার তাৎপর্য উপলব্ধি করি, তখনই আমরা শত্রুকে প্রেম করার অর্থ উপলব্ধি করে থাকি। রোমীয় ৫ অধ্যায়ে পৌল লিখেছে, *"আমরা যখন শক্তিহীন ছিলাম, তখন খ্রীস্ট উপযুক্ত সময়ে ভক্তিহীনদের নিমিত্ত মরলেন"* (৬ পদ)। *"ঈশ্বর আমাদের প্রতি নিজের প্রেম এইভাবে প্রদর্শন করছেন, আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীস্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন"* (৮ পদ)। *"কারণ যখন আমরা শত্রু ছিলাম, তখন যদি ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর পুত্রের মৃত্যু দ্বারা সম্মিলিত হলাম, তবে সম্মিলিত হয়ে কত অধিক নিশ্চয় তাঁর জীবনে পরিত্রাণ পাব"* (১০ পদ)। শত্রুকে প্রেম করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা যখন খ্রীস্টের ক্রুশের নিচে আসি, তখন আমরা ঈশ্বরের ক্ষমতায় যীশুকে শত্রুদের প্রেম করতে দেখতে পাই। আর সেই ক্রুশের প্রেমই শত্রুদের প্রেম করতে আমাদের উৎসাহিত ও সক্ষম করে।

আপনি যদি খ্রীস্টবিশ্বাসী না হন, যীশু খ্রীস্টে আপনি আপনার পাপের ক্ষমা না পাওয়া পর্যন্ত, আপনি কখনও আপনার শত্রুকে প্রেম করতে পারবেন না। আপনার পাপের জন্য আপনার পরিবর্তে তিনি ক্রুশে মরেছেন, এ কথা বিশ্বাস করুন। আপনার পাপের জন্য অনুতাপ করে তা স্বীকার করুন, সেই সমস্ত পাপ থেকে ক্ষমা পাবার জন্য যীশুতে বিশ্বাস করুন। তখন কেবল আপনি যীশুর ন্যায় আপনার শত্রুকে প্রেম করতে সক্ষম হবেন।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com